দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 9 SEP 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

দেশের অর্ধেক মানুষ নিরক্ষর সাক্ষরতা অর্জনই বড় চ্যালেঞ্জ

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সারা বিশ্বই পিছিয়ে পড়ছে

॥ নিজামুল হক ॥

দেশের অর্ধেক লোক এখনো নিরক্ষর। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ৪৮ শতাংশ শিশু ঝরে পড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই পরিস্থিতি ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়ার সরকারের ঘোষণা বাস্তবায়ন এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

বর্তমানে যে ধারায় শিক্ষার অগ্রগতি হচ্ছে, সেভাবে চলতে থাকলে ২০১৫ সালের মধ্যে সারাবিশ্বে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন হবে না। বহু শিশু এতই নিম্নমানের শিক্ষা পাচ্ছে যে, মৌলিক সাক্ষরতা এবং গণনার দক্ষতা অর্জন ছাড়াই তারা বিদ্যালয়ে ছেড়ে যাচ্ছে। সম্পদ, জেন্ডার, স্থান ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং অসুবিধার অন্যান্য নির্দেশক ভিত্তিক তীব্র বৈষম্য শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ২০০০ সালে ডাকারে সবার জন্য শিক্ষার জন্য ছয় দফা অঙ্গীকার করেছিল। সেখানে ১৬৪ দেশের সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশু, তরুণ, এবং বয়স্কের শিক্ষার জন্য ছয়টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছিল। ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে আছে ৭ কোটি ৫০ লাখ শিশু। ... (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

দেশের অর্ধেক

(২০শ পৃঃ পর)

২০১৫ সালেও বিশ্বের ১৩৪টি দেশে ২ কোটি ৯০ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে থাকবে। ২০০৬ সালে বিশ্বে ৫১ কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থী অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ৫৮ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় যা ১৯৯৯ সাল থেকে ৭৬ মিলিয়ন বেশি; কিন্তু এত অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বের তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সীমিত রয়ে গেছে। অন্যদিকে বিশ্বের ৭৭ কোটি ৬০ লাখ বয়স্ক ব্যক্তি অর্থাৎ সারা বিশ্বের ১৬ শতাংশ বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মৌলিক সাক্ষরতার দক্ষতা নেই। সাম্প্রতিক সময়ে অধিকাংশ দেশেই এ ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি নেই। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালে ৭০ কোটি বয়স্ক লোক সাক্ষরবিহীন থাকবে। সারা বিশ্বের সাক্ষরতার হার ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ছিল ৭৬ শতাংশ, যা ২০০০-২০০৬ সালে বেড়ে হয় ৮৪ শতাংশ।

বাংলাদেশের [illegible]: আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ক্ষমতায় গিয়েও এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। উপবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, স্কুলে খাবার ব্যবস্থা, অবহেলিত ও অনুন্নত এলাকার সব শিশুর জন্য বৃত্তি এবং খাবার ব্যবস্থাসহ নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকল্প ভিত্তিক এ কাজ না করে সাক্ষরতা আন্দোলন জোরদার করতে হবে। বয়স্কদের শিক্ষা দিতে হবে। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে সাক্ষরতার হার ৪৯ শতাংশ। সে হিসাবে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্ধেক লোক নিরক্ষর। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ৪৮ ভাগ শিশু ঝরে পড়ে।

২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে অগ্রসর হলেও দীর্ঘ ৫০ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে মাত্র ২০ শতাংশ।

সাক্ষরতার ওপর সরকারের আলাদা কোন কার্যক্রম নেই। শুধু মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ নামে একটি কার্যক্রম চালু রয়েছে। যারা সাক্ষরতার সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাক্ষর লাভ করেছে তাদের উন্নয়নের জন্যই সরকারের এ প্রকল্প। কিন্তু সার্বিক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে সরকারের কার্যক্রম ২০০৪ সালের পর আর শুরু হয়নি। ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার উপবৃত্তি প্রকল্প, দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২), রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) চালু করেছে। ২০০৫ সালে ইউনেসকো ও ঢাকা আহসানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০০৭ সালের ইএফএ গ্লোবাল রিপোর্টে বলা হয়েছে দেশে সাক্ষরতার হার ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ। কিন্তু সরকার বলছে দেশে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ১৯৫১ সালে ছিল ২১ শতাংশ, ১৯৬১ সালে ২১ দশমিক ৫ শতাংশ, ১৯৭৪ সালে ২২ দশমিক ২ শতাংশ, ১৯৮১ সালে ২৩ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ১৯৯১ সালে ৩৫ শতাংশ। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, এদেশের নারীরা সাক্ষরতার হারে পুরুষদের তুলনায় ১২ শতাংশ পিছিয়ে আছে। আবার গ্রামীণ ও শহরের জনসাধারণের সাক্ষরতার হারে বড় ধরনের ব্যবধান আছে। এ ব্যবধান ২৬ শতাংশ। শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার

সবচেয়ে শোচনীয়। জাতীয় পর্যায়ে সাক্ষরতার হার ৪২ শতাংশের বিপরীতে এদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ১৯ দশমিক ৭ শতাংশ। গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত ২০০২ সালে দেশের ১১ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতার হার ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর নিরক্ষর। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সাক্ষরতা অর্জনে বাংলাদেশের এ অগ্রগতি খুবই শ্লথ। ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে সাক্ষরতার হার বাড়াতে হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রধান রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে সাক্ষরতা হার অর্জনে সরকারকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। সাক্ষরতার হার উন্নয়নে গণআন্দোলন তৈরি করতে হবে।